প্রশ্নঃ→ বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ চর্চা সম্পর্কে আলোচনা কর।

→ সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই রোগমুক্ত শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য মানুষ অবিরত প্রয়াস করে চলেছে। বৌদ্ধ যুগেও সেই প্রয়াস বিদ্যমান ছিল। তবে বৌদ্ধরা অহিংসাবাদী হওয়ায় তাঁদের কাছে রক্তপাত ছিল ধর্মবিরোধী। তাই বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তাদের কয়েকজন আয়ুর্বেদাচার্য শল্যচিকিৎসা বর্জন করে অন্য ধারার চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যার নাম হয় রসচিকিৎসা।

এই যুগে শল্যচিকিৎসা প্রায় অন্তর্হিত হলেও রস-চিকিৎসা বহুধারায় প্রবাহিত হয়ে আয়ুর্বেদের স্বর্ণযুগকে সূচিত করে। উদ্ভব হল রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দুজন চিকিৎসক হলেন নাগার্জুন এবং জীবক।

রসচিকিৎসা বা রসায়নতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল অকাল বার্ধক্য ও অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ, জরা ও ব্যাধির বিনাশ, আয়ুবর্দ্ধন, মেধাজনন প্রভৃতি, চরক ও সুশ্রুত সংহিতার চিকিৎসা স্থানের রসায়নাধ্যায় এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যায়। বৌদ্ধযুগেই চরকসংহিতা দৃঢ়বলের দ্বারা এবং সুশ্রুতসংহিতা নাগার্জুনের দ্বারা প্রতিসংস্কৃত হয়েছিল। এই সময় বাগভট্ট

Scanned by CamScanner

ঔ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের তিনটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (১) অষ্টাঙ্গসংগ্রহ (২) অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং (৩) রসরত্ন-সমুচ্চয়। চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার উৎকৃষ্ট টীকাগুলিও এই সময় রচিত হয়েছিল। নাগার্জুনের 'রসার্ণবতন্ত্র', 'রাসেন্দ্রমঙ্গলতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রসচিকিৎসা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। জীবকের শিশুরোগ চিকিৎসার পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তরের সূচনা করেছিল। ঐতিহাসিক ড: রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, সম্রাট অশোকের নির্দেশে দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও পথ্য সহ হাসপাতালে চিকিৎসকদল প্রেরিত হত। এই চিকিৎসক দল কেবল যে মানুষের ও জন্তুর চিকিৎসা করতেন তাই নয়, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা, বৌদ্ধধর্ম ও আয়ুর্বেদ বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বৌদ্ধযুগেই চরক সুশ্রুত ও মাধবনিদান আরবদেশে অনূদিত হয়ে ইউনানি চিকিৎসার শাখাকে সুষম করে তুলেছিল। এই সময় ভারতীয় চিকিৎসকগণ অগদতন্ত্র বা বিষ চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরব, পারস্য, চীন, মিশর, তিব্বত প্রভৃতি দেশে সসম্মানে আহূত হতেন। ~~[illegible]~~ বৌদ্ধযুগেই তিব্বত, চীন ও ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সাথে আয়ুর্বেদের মূল সূত্রগুলিও প্রচারিত হয়েছিল।

ক) নাগার্জুনের অবদান :→ আয়ুর্বেদাচার্য নাগার্জুনের প্রতিভাই বৌদ্ধযুগকে আয়ুর্বেদের স্বর্ণযুগে উন্নীত করেছিল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নাগার্জুনের চিকিৎসাশাস্ত্র অনায়াসলব্ধ ছিল। তিনি একাধারে দার্শনিক ও স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদ, বৌদ্ধ, মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বহির্ভূত বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত বৈয়াকরণ, লোহশাস্ত্র বিশারদ, রাসায়নিক, সর্বোপরি আয়ুর্বেদীয় শল্য ও শালক্যতন্ত্রের সংস্কর্তা। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ তাঁর বিবিধদিগ্‌গামিনী প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - লোহশাস্ত্র, রসরত্নাকর, কক্ষপুটতন্ত্র, আরোগ্যমঞ্জরী, যোগসার, রসেন্দ্রমঙ্গল, রতিশাস্ত্র, রসকচ্ছপুট এবং সিদ্ধ নাগার্জুন, সকলের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ঔষধ নির্মাণের প্রণালী পাটলিপুত্রে প্রস্তরস্তম্ভের উপর তিনি লিখে রাখতেন। যেমন - নাগার্জুনবর্তি, বিষমজ্বররস, অগ্নিবটিকা, রসাভ্রবটি, দুগ্ধপানীয়, ক্ষেত্রবটিকা, পালিকাবন্ধন, মৃতসঞ্জীবনী গুটিকা, কৃমিঘ্নবটী প্রভৃতি বহু আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী জনসাধারণের গোচরে এনে তিনি সমাজের মঙ্গল সাধন করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে তাম্রের পাত্রে থেকে ধাতুকে ভস্ম করতে করতে পারদ আরও বুভুক্ষিত হয়। প্রস্তুত পারদই অনেক অসাধ্য রোগ নিরাময় করতে পারে। শুধু বৌদ্ধযুগে নয়, বৌদ্ধোত্তর যুগেও নাগার্জুনের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। তাই ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁকে পারদবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। শুধু পারদ নয়, গন্ধক, অভ্র, মনঃশিলা,

Scanned by CamScanner

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

তাম্র, শঙ্খ, রসকর্পূর স্বাক্তি, হীরক, স্বর্ণ, সীসা প্রভৃতি ধাতুকে বিভিন্ন ঔষধরূপে ব্যবহারের বিশেষ বিধি যে বৌদ্ধযুগে আবিষ্কৃত হয় তার মূলেও নাগার্জুনের অবদান কম নয়। এর ফলে রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে বৌদ্ধযুগে অর্বুদ, শ্লীপদ, ভগন্দর, অন্ত্রবৃদ্ধি, শিরা, ক্যানসার প্রভৃতি ব্যাধি বিনা অস্ত্রোপচারে নিরাময়ের উপায় উদ্ভূত হয়। চক্ষুচিকিৎসার জন্য নানা ধরণের অঞ্জন, কাজল, শলাকা প্রভৃতির প্রয়োগ বৌদ্ধযুগেই শুরু হয়। কর্ণ, নাসিকা, মুখ-গহ্বর, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রভৃতি স্থানে উদ্ভূত রোগ নিরাময়ের পদ্ধতিও বৌদ্ধযুগেই আবিষ্কৃত হয়।

(খ) জীবকের অবদান :→ বৌদ্ধযুগে বৈদ্যরাজ জীবকের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। জীবক ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, তিনি মহারাজ বিম্বিসার ও ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার অনেক অলৌকিক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধাচার্যদের দ্বারা লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে জীবকের চিকিৎসাকুশলতার বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সমস্ত শাখায় নিষ্ণাত ছিলেন। আয়ুর্বেদের সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে জীবক তক্ষশীলা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগরীতে ব্যাধিপীড়িত বণিকদের দুরারোগ্য অনেক ব্যাধি থেকে মুক্ত করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কথিত আছে যে, সাকেত নগরীতে সেই সময় এক সম্ভ্রান্ত বণিক দীর্ঘ সাত বৎসর কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করছিলেন। তরুণ বৈদ্য

LIFE INSURANCE CORPORATION OF

জীবক ঘৃতের নস্য প্রয়োগের দ্বারা তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করেন। তারপর রোগে পীড়িত রাজা বিম্বিসারের পীড়া জীবক ~~কর্তৃক~~ প্রদত্ত একটি আলেপ প্রয়োগেই নির্মূল হয়। ফলে রাজা বিম্বিসার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে জীবককে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁকে বুদ্ধ ও তাঁর সংঘের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন। জীবকের এরূপ অত্যাশ্চর্য দক্ষতার আরও অনেক কাহিনী শোনা যায়।

তক্ষশীলার শল্যচিকিৎসক ভিক্ষু আত্রেয়র নিকট জীবক শল্যবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিরঃকপাল উৎপাটনপূর্বক অস্ত্রোপচারে জীবক বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় Cranial Surgery. একথা আশ্চর্য লাগে যে, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেও ভারতবর্ষে এরূপ শল্যচিকিৎসার প্রচলন ছিল। তার পঠনপাঠনের ব্যবস্থাও ছিল।

শিশুরোগের চিকিৎসাতেও জীবক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর 'জীবকতন্ত্রে' শিশুরোগ ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসার বিভিন্ন প্রণালী বর্ণনা করেছেন। অভিনব পদ্ধতিতে জীবকের শিশুরোগ চিকিৎসা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জগতের সকল বৃক্ষ, লতা, গুল্ম যে ঔষধিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে একথা জীবকই প্রথম ঘোষণা করেন। বৌদ্ধযুগে একদিকে যেমন নাগার্জুন সম্প্রদায়ের দ্বারা পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতির প্রয়োগে রসচিকিৎসাকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করেছিল, অপরদিকে তেমনি জীবক ও তাঁর অনুগামীদের বিশেষ গবেষণার ফলে আয়ুর্বেদীয় বনৌষধি সমূহের জ্ঞান বৈদ্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

Scanned by CamScanner